দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ..... 26 APR 2017
পৃষ্ঠা 2-8 কলাম 6

ঐতিহ্যের ঢাকা কলেজ

বাঙালি জাতির অনেক ইতিহাসের সাক্ষী এই ঢাকা কলেজ। যুগের পর যুগ তৈরি করছে দেশের সেরা সন্তানদের। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সুনামের সুউচ্চ চূড়ায় অবস্থান নেয় ঢাকা কলেজ

নুজহাতুল হাচান

ঢাকা কলেজ উপমহাদেশের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৮৪১ সালে সে সময়ের গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ড এবং জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ঢাকা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময়ে ঢাকা কলেজ হয়ে উঠে পূর্ববাংলার ইংরেজি শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু।

বিশেষ করে ঢাকা কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল জে. আয়ারল্যান্ড তিনি ছিলেন ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও হিন্দু কলেজের শিক্ষক। তিনি কলেজের শিক্ষাদান পদ্ধতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনেন। যার ফলে খুব কম সময়ের মধ্যে ঢাকা কলেজ উপমহাদেশের অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে খ্যাতি লাভ করে।

বাঙালি জাতির অনেক ইতিহাসের সাক্ষী এই ঢাকা কলেজ। যুগের পর যুগ তৈরি করছে দেশের সেরা সন্তানদের। সময়ের সাথে সাথে সুনামের সুউচ্চ চূড়ায় অবস্থান নেয় ঢাকা কলেজ। জাতির অনেক মেধাবী সন্তান ধন্য হয়েছেন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র হয়ে।

এখন নতুন প্রজন্মের অনেকেরই ভর্তির প্রথম পছন্দ হিসেবে থাকে না ঢাকা কলেজ। শুধু তাই নয় যে পিতা এক সময় এ কলেজের গর্বিত ছাত্র ছিল তার সেই স্বপ্নের ক্যাম্পাস আজ অনেকটা মলিন হয়ে গেছে, তাই অনেক বাবাও আজকাল সন্তানের কলেজ পছন্দের তালিকাতে রাখছেন না ঢাকা কলেজ। অথচ ঐতিহ্যবাহী এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বহু বছর পরে স্থাপিত অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রেজাল্ট ও সুনামে ছাড়িয়ে যাচ্ছে ঢাকা কলেজকে প্রতি বছর।

তবুও অনেক মেধাবী তরুণের স্বপ্নের ক্যাম্পাসের নাম ঢাকা কলেজ। তারা এখানে স্বপ্ন নিয়ে আসেন মেধার বিচ্ছুরণ ঘটাতে যে আলোক বর্তিকায় আজও আলোকিত ঢাকা কলেজ। উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর প্রায় ২০ হাজার শিক্ষার্থী এখানে অধ্যয়নরত। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ২২টি বিষয়ে শিক্ষাদান কার্যক্রম চালু রয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে ৮টি ছাত্রাবাস, শরীর চর্চা কেন্দ্র, লাইব্রেরি, রিডিং রুম। ক্যাম্পাসের সুযোগ-সুবিধা ও অসুবিধা নিয়ে কথা হলো ঢাকা কলেজের মেধাবী ছাত্রদের সাথে—

মো. নজরুল ইসলাম পরিসংখ্যান বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র। তিনি বলেন, আমাদের ক্লাসরুমের সংকট রয়েছে। নিয়মিত ক্লাস হয় না। তাছাড়া অনেক ডিপার্টমেন্ট আছে যেখানে পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাব রয়েছে। এছাড়া সম্প্রতি সময়ে ঢাকা কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পরীক্ষা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। আমাদের কলেজের একটি আধুনিক লাইব্রেরি দরকার। ছোট একটি রুমে লাইব্রেরি আছে যা ছাত্রদের জন্য যথাযথ নয়। শ্রেণিকক্ষকে রিডিং রুম হিসেবে ব্যবহার করা হয় যা সব সময় খোলাও থাকে না।

জাহিদ মোল্লা ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের ৩য় বর্ষের ছাত্র। তিনি জানান, আমাদের নিয়মিত ক্লাস হয় না। শ্রেণিকক্ষ সংকটের পাশাপাশি, কলেজে সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষা থাকে সেজন্য প্রায় সময়ই ক্লাস বাতিল হয়। এছাড়া আমাদের পর্যাপ্ত পরিবহন নেই। ফলে দূরের শিক্ষার্থীদের সময়মতো ক্লাসে আসতে সমস্যা হয়।

মো. হাবিবুর রহমান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতির ১ম বর্ষের ছাত্র। তিনি জানান, আমাদের প্রায় হলগুলো বসবাসের অনুপযোগী যা সংস্কার করা প্রয়োজন। প্রতি রুমে প্রায় ১২ থেকে ১৫ জন ছাত্র থাকে যা একেবারে মানবেতর অবস্থা। ছারপোকা তো আছেই এছাড়া হলের ডাইনিংয়ের খাবারের মান খুবই খারাপ। আর কলেজের একমাত্র শরীর চর্চাকেন্দ্র যা ব্যবহার করা হয় না; সবসময়ই বন্ধ থাকে।

মো. সুমন বাংলা বিভাগের ৩য় বর্ষের ছাত্র। তিনি জানান, নিয়মিত ক্লাস না হওয়াতে এর প্রভাব রেজাল্টে পড়ছে। এছাড়া শিক্ষক সংকট উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে কলেজে বিভিন্ন পরীক্ষার কারণে প্রায় সময়ই ক্লাস হয় না। আমাদের প্রায় ১৮ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য ৮টি হল রয়েছে। পুরাতন হলগুলো বসবাসের অনুপযোগী। নতুন হল নির্মাণ করা দরকার।

এ প্রসঙ্গে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোয়াজ্জেম হোসেন মোল্লাহ বলেন, আমরা ঢাকা কলেজের পূর্বের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি। তিনি উল্লেখ করেন বিগত কয়েক বছরে ঢাকা কলেজের রেজাল্ট অনেক ভালো হয়েছে। উদাহরণ দিয়ে বলেন, ২০১৬ সালে বিজ্ঞান বিভাগের ৫৮৫ জন ছাত্রের মধ্যে ৫৭০ জন এ প্লাস পেয়েছে যা অত্যন্ত আশাজনক। তিনি আরো বলেন ক্লাসরুমের কিছুটা সংকট রয়েছে তবে ঢাকা কলেজের মূল ভবনটি অতিশয় পুরাতন যা খুব দ্রুত সংস্কার প্রয়োজন।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং............
তারিখ............
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর